ক্রীড়া পর্যটন সম্পর্কিত গাইডলাইন

২০২১

বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড

বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

১. প্রস্তাবনা

বিশ্বব্যাপী ক্রীড়া পর্যটন খুব দ্রুত বিকশিত হচ্ছে। ক্রীড়া পর্যটনের অন্যতম আকর্ষণ হচ্ছে খেলাধুলা। আন্তর্জাতিক ক্রীড়াঙ্গনে, বিশেষ করে ক্রিকেটে বাংলাদেশের ইতিবাচক ভাবমূর্তি রয়েছে। বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণভাবে এবং আন্তর্জাতিকভাবে বিভিন্ন ক্রীড়া ইভেন্ট আয়োজন করে থাকে। ক্রিকেট ওয়ার্ল্ড কাপ এবং আইসিসি টি-টোয়েন্টি ওয়ার্ল্ড কাপ ক্রিকেট এর মতো আন্তর্জাতিক ক্রীড়া ইভেন্ট আয়োজনের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ সফল হয়েছে। যেহেতু ক্রীড়া ইভেন্টগুলো বিশ্বজুড়ে ক্রীড়াবিদ এবং দর্শকদের আকর্ষণ করে, তাই এই ধরনের ইভেন্টগুলো থেকে পর্যটন ব্যবসা প্রসারের সুযোগ রয়েছে। "ক্রীড়া পর্যটন গাইড লাইন" এ বাংলাদেশের ক্রীড়া পর্যটনের আকর্ষণগুলো চিহ্নিতকরণ, উন্নয়ন, বিপণন এবং প্রচারের পদ্ধতির বিষয়ে নির্দেশনা রয়েছে।

২. সংজ্ঞা

ক্রীড়া পর্যটন: ক্রীড়া পর্যটন বলতে বোঝায় পর্যটকদের নিয়মিত গন্ডির বাহিরে ক্রীড়া সম্পর্কিত আকর্ষণীয় স্থানগুলো ভ্রমণ, ক্রীড়া ইভেন্টে অংশগ্রহণ এবং ক্রীড়া ইভেন্টের সাথে সম্পর্কিত কার্যক্রমসমূহ উপভোগ করা।

ক্রীড়া পর্যটনের অংশগ্রহণকারী: ক্রীড়া পর্যটনে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে খেলোয়াড়, আয়োজক, ক্রীড়া প্রতিনিধি এবং দর্শক অন্তর্ভুক্ত।

৩. উদ্দেশ্য

বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ক্রীড়া পর্যটন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। এই গাইডলাইন প্রণয়নের উদ্দেশ্য হলো বাংলাদেশকে জাতীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে একটি জনপ্রিয় ক্রীড়া পর্যটন গন্তব্য হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করা।

ক. দেশীয় ও আন্তর্জাতিক ক্রীড়া ইভেন্টের মাধ্যমে পর্যটন কেন্দ্র হিসেবে বাংলাদেশের ইতিবাচক ভাবমূর্তি তৈরি করা।

খ. দেশীয় এবং আন্তর্জাতিক পর্যটকদের মধ্যে বাংলাদেশের খেলাধুলার প্রচার ও জনপ্রিয়করণ।

গ. বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী খেলাগুলোকে ক্রীড়া পর্যটনের মাধ্যমে পুনরুজ্জীবিত করা।

ঘ. ক্রীড়া ইভেন্টে দর্শক অংশগ্রহণ বৃদ্ধির মাধ্যমে পর্যটনের বিকাশ।

৪. ক্রীড়া পর্যটন বিকাশের জন্য নির্দেশনা

বাংলাদেশে ক্রীড়া পর্যটন বিকাশের প্রাথমিক লক্ষ হলো ক্রীড়া ইভেন্টগুলো আয়োজন এবং জনপ্রিয় করার মাধ্যমে পর্যটনের প্রসার ঘটানো। এই নীতি বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় অন্যান্য নির্দেশনাগুলো নিম্নরূপ:

৪.১ ক্রীড়া পর্যটনের সুযোগ-সুবিধা তৈরি

বাংলাদেশকে অন্যতম ক্রীড়া পর্যটন গন্তব্য হিসেবে গড়ে তোলার জন্য বিশ্বমানের ক্রীড়া এবং পর্যটনের অবকাঠামোগত উন্নয়ন প্রয়োজন।

ক. ক্রীড়া ইভেন্টগুলো আয়োজনের জন্য খেলাধুলার মাঠকে বিশ্বমানের উপযোগী হিসেবে তৈরি ও রক্ষণাবেক্ষণ করা, পাশাপাশি প্রয়োজনীয় সুযোগ সুবিধা নিশ্চিত করা।

খ. ক্রীড়া সংক্রান্ত ঐতিহাসিক সামগ্রী (যেমন: ফটোগ্রাফ, অটোগ্রাফ, জীবনী এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে বিখ্যাত খেলোয়াড়দের ব্যক্তিগত চিঠি) প্রদর্শনের জন্য ক্রীড়া জাদুঘর স্থাপন করা। বাংলাদেশের ক্রীড়া ক্ষেত্রের বিশেষ কৃতিত্বসমূহ ক্রীড়া পর্যটনের আকর্ষণ হিসেবে প্রদর্শন করা।

গ. খেলায় অংশগ্রহণকারী এবং দর্শনার্থীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা।

ঘ. ক্রীড়া পর্যটনে অংশগ্রহণকারীদের জন্য খেলাধুলার মাঠের কাছাকাছি বিশেষ লজিং সুবিধা নিশ্চিত করা।

ঙ. খেলাধুলার স্থান, অনুশীলনের মাঠ, প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, লজিং, রেস্তোরাঁ, বিনোদন পরিষেবা এবং অন্যান্য সকল ক্রীড়া পর্যটন সুবিধাসহ 'বিশেষ ক্রীড়া অঞ্চল' তৈরি করা।

চ. 'বিশেষ ক্রীড়া পর্যটন অঞ্চল' এর সাথে নিকটতম শহর এবং পর্যটন আকর্ষণগুলোর সংযোগ তৈরি করার জন্য পরিবহণ সুবিধা নিশ্চিত করা।

ছ. আসন্ন ক্রীড়া ইভেন্টের তথ্য সম্বলিত ব্যবহার উপযোগী ওয়েবসাইট এবং অনলাইন নিউজলেটার তৈরি করা। ক্রীড়া পর্যটনকে সমৃদ্ধ করার জন্য ওয়েবসাইটগুলোতে পর্যাপ্ত তথ্য সংযুক্ত ও নিয়মিত আপডেট করতে হবে।

৪.২ সহযোগিতা এবং সমন্বয়

ক্রীড়া পর্যটন অভিজ্ঞতা প্রদানের জন্য, বিভিন্ন জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক পক্ষের মধ্যে সহযোগিতা এবং সমন্বয় প্রয়োজন।

ক. আন্তর্জাতিক ক্রীড়া ইভেন্ট, সম্মেলন এবং কর্মশালা আয়োজনে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়কে সহযোগিতা করা।

খ. ক্রীড়াবিদদের নির্বিঘ্নে বাংলাদেশে প্রবেশ এবং তাদের খেলাধুলার আনুষাঙ্গিক সরঞ্জাম আনয়নে বিশেষ সুবিধা নিশ্চিত করার জন্য অভিবাসন ও পাসপোর্ট বিভাগ (স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অধীনে) এবং বিমানবন্দর শুল্ক বিভাগ (জাতীয় রাজস্ব বোর্ড) এর সাথে সমন্বয় করা।

গ. ক্রীড়া ইভেন্ট আয়োজকদেরকে সহযোগিতা করার মাধ্যমে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিসহ খেলোয়াড়, দর্শক এবং শুভাকাঙ্ক্ষীদের জন্য সকল ক্রীড়া পর্যটন কেন্দ্রগুলোতে প্রবেশের সুযোগসহ আনুষঙ্গিক সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করা।

৪.৩ বিপণন এবং প্রচারণা

বিপণন এবং প্রচারণামূলক কার্যক্রম ক্রীড়া পর্যটনকে সমৃদ্ধ করে। পর্যটনকে আকর্ষণীয় এবং বিশ্বব্যাপী পরিচিত করার জন্য প্রচার-প্রচারণা অন্যতম ভূমিকা পালন করে। এ জন্য নিম্নবর্ণিত কার্যক্রম গ্রহণ করা যায়:

ক. জাতীয়, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক গণমাধ্যম এবং নিবেদিত ক্রীড়া চ্যানেলগুলোতে আয়োজিত সকল ক্রীড়া ইভেন্ট সম্প্রচারে আনুষাঙ্গিক সুযোগ সুবিধা প্রদান করা।

খ. ক্রীড়া পর্যটন ইভেন্টগুলো প্রচারের মাধ্যম হিসেবে সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহার করা।

গ. স্থানীয় এবং বিদেশি উভয় ক্রীড়া পর্যটন সংস্থা, ক্রীড়া সংস্থা, ট্যুর অপারেটর, স্পনসর এবং ইভেন্ট ম্যানেজারদের জন্য Familiarization ট্যুরের আয়োজন করা।

ঘ. ক্রীড়া পর্যটন ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডর তৈরি করা এবং ক্রীড়া ক্ষেত্রে বাংলাদেশের সাফল্য প্রচারে তাদেরকে সাহায্য করা।

ঙ. বিভিন্ন পর্যটন সংক্রান্ত প্রমোশনাল, মার্কেটিং এবং ব্র্যান্ডিং পরিকল্পনায় অভিজাত ক্রীড়াবিদ, প্যারালিম্পিকস, বিশেষ অলিম্পিক এবং হাই প্রোফাইল ক্রীড়া ব্যক্তিত্বদের সম্পৃক্ততা নিশ্চিত করা।

চ. সকল ক্রীড়া পর্যটন কেন্দ্রগুলো প্রদর্শন এবং সুযোগ সুবিধা নিশ্চিত করার জন্য বাণিজ্য প্রদর্শনী, সম্মেলন এবং কর্মশালার আয়োজন করা।

ছ. ক্রীড়া ইভেন্টের বিপণনের জন্য প্রচারণা সামগ্রী (যেমন: বিলবোর্ড, ব্যানার, প্রচারপত্র) প্রস্তুত, প্রচার এবং অর্থায়ন করা।

জ. ক্রীড়া ইভেন্টের শেষে ক্রীড়া দলের জন্য সমাপনী অনুষ্ঠানের আয়োজন এবং তা গণমাধ্যমে সম্প্রচার করা।

ঝ. বাংলাদেশের পর্যটন উন্নয়নে বিখ্যাত খেলোয়াড়দের শুভেচ্ছা উপহার প্রদান করা।

ঞ. ক্রীড়া পর্যটনের প্রচারণার জন্য বিখ্যাত খেলোয়াড় এবং প্রতিনিধিদের সাথে স্থানীয় ভক্ত ও অনুরাগীবৃন্দের সাক্ষাতের ব্যবস্থা করা।

ট. ক্রীড়া পর্যটন প্রসারের জন্য বিখ্যাত ক্রীড়াবিদকে ব্র্যান্ড এ্যাম্বাসেডর নিয়োগ করা।

৪.৪ পর্যটনের সাথে ক্রীড়া ইভেন্ট এর সমন্বয়

ক্রীড়া ইভেন্ট এবং পর্যটনকে একসাথে সংযুক্ত করার মাধ্যমে কাঙ্ক্ষিত সাফল্য অর্জনের জন্য নিম্নোক্ত পদক্ষেপসমূহ গ্রহণ করা যেতে পারে:

ক. ক্রীড়া পর্যটকদের জন্য বিশেষ ক্রীড়া পর্যটন প্যাকেজ (যেমন: লজিং, খাদ্য ও পানীয়, বিনোদন এবং আকর্ষণীয় স্থান পরিদর্শন) তৈরি করা।

খ. ঐতিহ্যবাহী স্থানীয় খেলাধুলার (যেমন: কৃষকদের গেম শো, নৌকা বাইচ, লাঠি খেলা, দাড়িয়াবান্ধা, জব্বারের বলি খেলা) ইত্যাদির স্বকীয়তা বজায় রেখে প্রচার, প্রসার ও সংরক্ষণ করা।

গ. ক্রীড়ার সাথে সম্পর্কিত ঐতিহাসিক স্থান, বিখ্যাত ক্রীড়া প্রতিষ্ঠান ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র এবং বিখ্যাত ক্রীড়াবিদদের বাড়ি ভ্রমণের ব্যবস্থা করার মাধ্যমে ক্রীড়া পর্যটকদের অনন্য অভিজ্ঞতা প্রদান করা।

ঘ. ক্রীড়া পর্যটনে অংশগ্রহণকারী এবং দর্শনার্থীদের জন্য বিভিন্ন হোটেল এবং রেস্তোরাঁর অবস্থান, ভাড়া, যাতায়াত ব্যবস্থা, দর্শনীয় স্থানের ম্যাপ সম্বলিত ব্রোশিউর প্রদান করা ।

৪.৫ ক্রীড়া পর্যটনে স্থানীয় জনগোষ্ঠীর সম্পৃক্ততা

ক. ক্রীড়া পর্যটনের পরিকল্পনা, উন্নয়ন, বাস্তবায়ন ও প্রসারে স্থানীয় জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা।

খ. ক্রীড়া পর্যটন ইভেন্টগুলো প্রচার, প্রসার এবং পরিচালনায় স্থানীয় জনগোষ্ঠীর সাথে অংশগ্রহণের জন্য এনজিও, বেসরকারি খাত এবং অন্যান্য বহিরাগত স্টেকহোল্ডারদের উৎসাহিত করা।

গ. ক্রীড়া পর্যটনের জন্য স্থানীয় জনগোষ্ঠীর ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগের বিকাশকে সহজতর করা।

ঘ. কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করে (বিশেষ করে তরুণদের জন্য) এমন উদ্যোগকে সহায়তা ও সমর্থন করা।

ঙ. যে স্থানে ক্রীড়া পর্যটন ইভেন্ট অনুষ্ঠিত হবে সেখানের স্থানীয় জনগোষ্ঠীর মধ্যে থেকে স্বেচ্ছাসেবক হতে উৎসাহিত করা।

চ. বিভিন্ন অর্থনৈতিক সেক্টরের সাথে ক্রীড়া পর্যটনের কৌশলগত সংযোগ স্থাপন করে স্থানীয় জনগোষ্ঠীর জন্য সর্বাধিক আর্থিক সুবিধা নিশ্চিত করা।

৪.৬ ক্রীড়া পর্যটন বিকাশে শিক্ষা বিষয়ক সহায়তা

ক. ক্রীড়া এবং পর্যটন খাতে বৃত্তি প্রদানের জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়কে সংযুক্ত করা।

খ. দেশীয় ও আন্তর্জাতিক ক্রীড়া সংস্কৃতির উন্নয়নে শিক্ষার্থীদেরকে স্কুল পর্যায় থেকে পাঠ্যক্রমে ক্রীড়া বিষয়ে উৎসাহিত করা।

গ. ক্রীড়া পর্যটনের সাথে জড়িত ব্যক্তি এবং গোষ্ঠীর জন্য ক্রীড়া সংক্রান্ত শিক্ষার ব্যবস্থা করার পাশাপাশি পর্যাপ্ত সুযোগ সুবিধা নিশ্চিত করা।

ঘ. ক্রীড়ার সাথে সম্পৃক্ত পেশাদার (কোচ ও রেফারি) এবং প্রযুক্তিগত বিষয়ে কর্মকর্তাদেরকে প্রশিক্ষণে উৎসাহিত করা এবং সার্টিফিকেট প্রদান করা।

ঙ. ক্রীড়া পর্যটন কার্যক্রমের সময় পরিবেশের সুরক্ষা এবং স্টেকহোল্ডারদের মধ্যে দ্বন্দ্ব কমানোর জন্য দায়িত্বশীল আচরণবিধি এবং চর্চা নিশ্চিত করতে হবে।

চ. ক্রীড়া পর্যটন খাতে কাজ করবে এমন যোগ্য কর্মী তৈরি করার জন্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা।

৫. ক্রীড়া পর্যটনের জন্য জাতীয় স্টিয়ারিং কমিটি

ক্রীড়া পর্যটন বিকাশের জন্য গঠিত 'জাতীয় স্টিয়ারিং কমিটি' গঠন করা আবশ্যক। এই কমিটি বাংলাদেশের ক্রীড়া পর্যটন উন্নয়নে সহযোগিতা করবে, পাশাপাশি সারাদেশে ক্রীড়া পর্যটন কার্যক্রমের সার্বিক উন্নয়ন, প্রচার এবং ব্যবস্থাপনায় অগ্রণী ভূমিকা পালন করবে। নিম্নলিখিত সদস্যদের দ্বারা জাতীয় স্টিয়ারিং কমিটি গঠিত হতে পারে এবং কমিটির কার্যক্রম নির্বিঘ্নে পরিচালনার জন্য এক বা একাধিক সদস্য অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে।

১. প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড (সভাপতি)

২. বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি (সদস্য)

৩. যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি (সদস্য)

৪. জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের প্রতিনিধি (সদস্য)

৫. সংশ্লিষ্ট জেলার জেলা প্রশাসকদের প্রতিনিধি (সদস্য)

৬. বাংলাদেশে ট্যুরিজম বোর্ডের গভর্ণিং বডির একজন প্রতিনিধি (সদস্য)

৭. বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশনের (বিপিসি) প্রতিনিধি (সদস্য)

৮. জাতীয় প্রেসক্লাবের প্রতিনিধি (সদস্য)

৯. সংশ্লিষ্ট কমিউনিটি স্টেকহোল্ডারদের প্রতিনিধি (সদস্য)

১০. ট্যুরিস্ট পুলিশ প্রতিনিধি (সদস্য)

১১. বেসরকারি উদ্যোক্তা (সদস্য)

১২. ট্যুর অপারেটর/ট্রাভেল এজেন্সির প্রতিনিধি (সদস্য)

১৩. বাংলাদেশে ট্যুরিজম বোর্ডের উপ-পরিচালক, গবেষণা ও পরিকল্পনা (সদস্য সচিব)

দেশব্যাপী ক্রীড়া পর্যটনের কার্যাবলী উক্ত কমিটি দ্বারা মূল্যায়িত হবে। সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধিত্বকারী সদস্যরা ন্যূনতম যুগ্ম-সচিব পদমর্যাদার অধিকারী হবেন। কমিটি বছরে অন্তত একবার সাধারণ সভার আয়োজন করবে। ক্রীড়া পর্যটনের জন্য জাতীয় স্টিয়ারিং কমিটি প্রয়োজনে স্থানীয় পর্যায়ে এক বা একাধিক সাব-কমিটি গঠন করতে পারে। জাতীয় স্টিয়ারিং কমিটি নিম্নোক্ত কার্যাবলী সম্পন্ন করবে:

ক. ক্রীড়া পর্যটন বিকাশে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে সহযোগিতা ও সমন্বয়ের ক্ষেত্র চিহ্নিত করা।

খ. তহবিলের উৎস চিহ্নিত করা এবং বাজেট প্রণয়ন করা।

গ. সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারদের মধ্যে দায়িত্ব হস্তান্তর করা।

ঘ. ক্রীড়া পর্যটন বিকাশের জন্য দেশের বিদ্যমান প্রাসঙ্গিক আইন ও বিধি-নিষেধ প্রতিপালন নিশ্চিত করা।

ঙ. ক্রীড়া পর্যটনের অংশগ্রহণকারীদের (যেমন: খেলোয়াড়, দর্শক এবং ক্রীড়া প্রতিনিধি) নিরাপত্তা নিশ্চিত করা।

চ. জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক ক্রীড়া ইভেন্টগুলো প্রচারের ক্ষেত্রে গণমাধ্যমে সম্প্রচার নিশ্চিত করা।

ছ. ক্রীড়া পর্যটন উন্নয়ন এবং প্রচারণামূলক কার্যাবলী মূল্যায়নের জন্য পর্যটকদের সংখ্যা, রাজস্ব আয়, স্থানীয় কর্মসংস্থানে অবদান, প্রচারণামূলক কার্যক্রমের প্রভাব, বেসরকারি খাতের অংশগ্রহণ এবং অন্যান্য প্রাসঙ্গিক বিষয় সম্বলিত বার্ষিক প্রতিবেদন প্রস্তুত করা। ।

৬. ক্রীড়া পর্যটনের জন্য বাজেট প্রণয়ন

নির্বাহী কমিটি ক্রীড়া পর্যটনের উন্নয়ন এবং প্রসারের জন্য বাজেট প্রণয়ন ও অনুমোদন করবে। সরকারের রাজস্ব বাজেট থেকে অর্থ অনুমোদনের জন্য এই কমিটি কাজ করবে। সমস্ত ব্যয় সরকারি আর্থিক নিয়ম নীতি অনুযায়ী পরিচালিত হবে। সারা দেশে ক্রীড়া পর্যটন বিকাশের জন্য প্রয়োজনীয় বাজেট নিম্নোক্ত উপায়ে নিশ্চিত করা যেতে পারে:

ক. ক্রীড়া পর্যটন উন্নয়নে সরকারি তহবিল সৃষ্টি করা।

খ. জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক ক্রীড়া ইভেন্টগুলো প্রচারের জন্য স্পন্সরশীপের ব্যবস্থা করা।

গ. ক্রীড়া পর্যটনের বিকাশে সহ-অর্থায়নের (Co-financing) জন্য যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের সাথে সমন্বয় সাধন করা।

ঘ. ক্রীড়া পর্যটন বিকাশে প্রণোদনা প্রদানের মাধ্যমে বেসরকারি খাতকে বিনিয়োগে উৎসাহিত করা।

ঙ. ক্রীড়া পর্যটন পরিষেবা উন্নয়ন ও প্রচারে নতুন উদ্যোক্তাদের জন্য তহবিল বরাদ্দ এবং ঋণ মঞ্জুর করা।